দামুড়হুদা লাটাহাম্বারের ধাক্কায় পুলিশ সদস্যর মৃত্যু, চালক আটক

দামুড়হুদার পুড়াপাড়ায় মহিশ ভর্তি লাটাহাম্বারের সাথে মোটরসাইকেল ধাক্কায় আবু বক্কর নামের এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে ১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার রাজা বিক্স ইট ভাটার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এসময় স্থানীয় ব্যক্তিরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত আবু বক্কর কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার গোবরা গ্রামের মৃত. সিহাব উদ্দীনের ছেলে। তিনি বাংলাদেশ পুলিশের চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থানাধীন কার্পাসডাঙ্গা ক্যাম্পে কনস্টেবল পদে চাকরিরত ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুপুরে কার্পাসডাঙ্গা ক্যাম্প থেকে নিজ মোটরসাইকেলযোগে চুয়াডাঙ্গায় সদর থানা মার্কেটের কমিউনিটি পুলিশিং ব্যাংকে টাকা উত্তোলনের জন্য যাচ্ছিলন আবু বক্কর।

পথের মধ্যে দামুড়হুদার পুরাপাড়া রাজা ব্রিক্স ইট ভাটার সামনে পোঁছালে একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর পড়ে যান তিনি।

এসময় সামনে থেকে আসা একটি মহিশ ভর্তি লাটাহাম্বারের চাকার নিচে পড়লে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে পুলিশ ও স্থানীয় ব্যক্তিরা আবু বক্কর নামের এক ব্যক্তিকে জরুরি বিভাগে নেয়।

তিনি সড়ক দুর্ঘটনার আহত হয়েছেন বলে জানতে পারি। তবে জরুরি বিভাগে আমরা তাকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি। হাপসাতালে নেওয়ার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়।

ঘটনার খবর পাওয়ার সাথে সাথে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পৌঁছান। এসময় তিনি বলেন, দামুড়হুদার পুড়াপাড়ায় মহিশ ভর্তি লাটাহাম্বারের চাকায় পিষ্ট হয়ে পুলিশ সদস্য আবু বক্করের মৃত্যু হয়েছে।

এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ মর্মাহত। নিহত পুলিশ আইন মাফিক মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন। এ ঘটনায় লাটাহাম্বার ও চালককে আটক করা হয়েছে।

যদি করি নিয়মিত রক্তদান, রক্তের অভাবে ঝরবে না একটিও প্রাণ

‘রক্তদানেই পরম তৃপ্তি’ এ উক্তিটি কুষ্টিয়ার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’র নিবেদিত এক স্বেচ্ছাসেবক সাদিক হাসান রহিদ এর। কুষ্টিয়ার এক ঝাঁক তরুণ শিক্ষার্থীরা মুমূর্ষ ব্যক্তির প্রয়োজনে রক্ত প্রদান করে থাকে।

স্বপ্নচারী মেধাবীরাই গড়ে তুলেছে স্বেচ্ছায় রক্তদাতা সংগঠন ‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’ প্রয়োজনে পাশে থাকার অঙ্গীকার সাধারণত স্বপ্ন পুরন করতে কাজ করে থাকে। এই চেতনা থেকেই এই সংগঠটির নাম ‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’।

এই সংগঠনটি বিনামূল্যে মুমূর্ষ রোগীদের জন্য রক্ত সরবারহের কাজ করে থাকে। পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখাসহ বৈশ্বিক মহামারী করোনা পরিস্থিতিতে অক্সিজেন সিলিন্ডার বাড়ী বাড়ী পৌঁছে রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করতেও নিরলসভাবে কাজ করেছেন সংগঠনের সদস্যরা।

‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’ সংগঠনটি আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে ২০১৮ সালে। অনেক চড়াই-উতড়াই পেরিয়ে বর্তমান সময়ে কুষ্টিয়ায় অসহায় মানুষদের নিকট আস্থার জায়গায় পরিণত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী এ

সংগঠনটি।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত সংগঠন পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনের সহযোগিতায় আড়াই হাজার ব্যাগ রক্ত বিভিন্ন মুমূর্ষ ব্যক্তিদের জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা করে দিয়েছে সংগঠনটি।

এছাড়াও বর্তমানে সংগঠনটিতে ডোনার (স্বেচ্ছায় রক্তদানে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তি) সংখ্যা রয়েছে প্রায় শতাধিক। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক বিভাগের একটি টিম ও সংগঠনটিতে ৫০ টাকার বিনিময়ে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ে কাজ করে থাকে। অবশ্য এই ৫০ টাকা সংগঠনের পক্ষ থেকে খরচ করা হয়।

সংগঠনটিতে বর্তমানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে সাদিক হাসান রহিদ এবং সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন মেহরাব হাসান মুশফিক।

সংগঠনটির কর্মযজ্ঞ নিয়ে আলাপ হয় সাদিক হাসান রহিদের সাথে। তিনি বলেন, নিজের শরীরের তাজা রক্ত অন্যের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে যে আনন্দ পাই তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এক ব্যাগ রক্তে যখন একজন মূমূর্ষ রোগী সুস্থ হয় সে ব্যক্তি হাসিমাখা মুখ দেখলে ভালো লাগার অনুভূতিটুকু ব্যক্ত করা সম্ভব না। আমরা এটাকে লাল ভালোবাসা বলে থাকি।

অনেক সময় গভীর রাতেও জরুরি ভিত্তিতে রক্তদাতাকে নিয়ে মূমূর্ষ রোগীকে রক্ত দেওয়ার জন্য হাসপাতালে গিয়েছে এ সংগঠনটি। প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে মানুষের প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তিতে রক্ত পৌঁছে দেওয়ার।

তিনি আরও বলেন, আজও পহেলা রমজান কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ও একটি বেসরকারি ক্লিনিকে দুই জন রোগীকে রোজা থাকা অবস্থায় দুই ব্যাগ রক্ত দিয়েছে ‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’র দুই সদস্য। এছাড়াও মাঝে মাঝে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করেছে এ সংগঠনটি।

কোটচাঁদপুরে গাঁজাসহ তিন জন আটক

৯শ গ্রাম গাঁজাসহ তিন জনকে আটক করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। গত সোমবার রাতে উপজেলার পাশপাতিলা গ্রাম থেকে তাদেরকে আটক করা হয়।

জানা যায়, সোমবার রাতে কোটচাঁদপুর মডেল থানা পুলিশ উপজেলার পাশপাতিলা গ্রামের শংকর দাসের বাড়ি থেকে ৯শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেন। এসময় ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বাড়ির মালিককেও আটক করেন।

পরে তার স্বীকারক্তিতে আরো দুই জনকে আটক করেন পুলিশ। আটককৃতরা হলেন, বলাবাড়িয়া গ্রামের মৃত নিরাপদো দাসের ছেলে বাবু দাস ও একই গ্রামে বিপেন দাসের ছেলে বেচা দাস।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মান্নান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পাশপাতলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৯শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

এ সময় ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিন জনকে আটক করা হয়।এ ব্যাপারে থানায় তাদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে ওই তিনজনকে পুলিশ আদালতে পাঠিয়েছেন।

ঝিনাইদহে জমি থেকেই কৃষকের ভূট্টা চুরি

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাধুহাটি ইউনিয়নের পান্তাপাড়া গ্রামে জমি থেকে এক কৃষকের প্রায় ২ বিঘা জমির ভুট্টা চুরি করে নিয়ে গেছে চোরচক্র।

গত সোমবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক ওই ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামের ফজলু হক জানান, পান্তাপাড়া গ্রামে আড়াই বিঘা

জমি লীজ নিয়ে ভ্ট্টূা আবাদ করেছেন তিনি।

সোমবার রাতে কে বা কারা তার আড়াই বিঘা জমির মধ্যে ২ বিঘা জমির ভূট্টা কেটে নিয়ে যায়। সেই সাথে জমিতে থাকা ভুট্টা নষ্ট করে দিয়ে যায়।

মঙ্গলবার সকালে শ্রমিকদের সাথে জমিতে ভুট্টা কাটতে এসে এ অবস্থায় দেখতে পায় কৃষক ফজলু হক। এতে তার লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও তাদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা বলেন, ভূট্টা চুরির বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ পায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধূকে হত্যার ২০ দিনের মাথায় অভিযুক্ত স্বামী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আকন্দবাড়িয়া গ্রামে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগে ঘটনার ২০ দিনের মাথায় স্বামী রহমানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সোমবার রাত ৯টার দিকে তাকে আকন্দবাড়িয়ার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। সে তার স্ত্রী যুথি খাতুনকে (২৫) হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার হয়।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া গ্রামের ঈদগাহ পাড়ার যুথি খাতুন (২০) নামে এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়।

ঘটনাস্থলে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ওই দিনই চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। গৃহবধূর মৃত্যু নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে রহস্য। ঘটনা উদঘাটনে তদন্তে মাঠে নামে পুলিশ। ময়না তদন্ত শেষে গ্রামের কবরস্থানে

ওইদিন রাতেই দাফন সম্পন্ন করা হয়।

স্থানীয় ও পরিবার সুত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া ফার্ম পাড়ার তমছেল আলীর মেয়ে যুথি খাতুনের সাথে ৯ বছর পূর্বে পারিবারিক ভাবে শরিয়া মোতাবেক বিয়ে হয় একই গ্রামের ঈদগা পাড়ার দেলবার ফকিরের ছেলে সেলুন ব্যবসায়ী আব্দুর রহমানের সাথে। তাদের কোল জুড়ে আসে একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তান।

দাম্পত্য জীবনে বিভিন্ন সময় কলহের সৃস্টি হয়। এরই মধ্যে প্রতিবেশি ইস্রাফিলের মেয়ে প্রিয়ার সাথে রহমান জড়িয়ে পড়ে পরকিয়ায়।

সে পরকিয়া প্রেমিকা প্রিয়ার সাথে প্রায় বছর খানেক পূর্বে দ্বিতীয় বিয়ে করে। দ্বিতীয় বিয়েকে কেন্দ্র করে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী আব্দুর রহমানের পারিবারিক কলহের সৃস্টি হয়। এ নিয়ে তাকে প্রতিনিয়ত শারিরিক নির্যাতন করতো স্বামী আব্দুর রহমান। এরই এক পর্যায় নির্যাতন সইতে না পেরে যুথি স্বামী গৃহ ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে যায়।

দির্ঘদিন প্রথম স্ত্রী জুথি পিতার বাড়ি থাকার পর দ্বিতীয় স্ত্রী প্রিয়াকে তালাক দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ঘটনার ১৫ দিন পূর্বে স্বামী আব্দুর রহমান তার প্রথম স্ত্রী যুথি খাতুনকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়িতে নেওয়ার পর আবার শুরু হয় নিরব নির্যাতন।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ মার্চ রাত্রে রহমান তার দ্বিতীয় স্ত্রী পিয়াকে তার বাড়িতে নিয়ে যায় এবং প্রথম স্ত্রী যুথি খাতুনকে বাহিরে রেখে তার প্রথম পক্ষের একমাত্র ছেলে আপনকে (৭) সাথে নিয়ে ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় স্ত্রী সহ রাত্রি যাপন করে।

তাদের এহেন কর্মকান্ডে এলাকাবাসির মনে সন্দেহ সৃস্টি হয়। এলাকাবাসি ও স্বজনদের ধারণা রহমান ও তার দ্বিত্বীয় স্ত্রী দু’জন মিলে যুথিকে হত্যার পর তার লাশ ঘরের আড়ায় ঝুলিয়ে রেখেছে।

তবে পুলিশের বক্তব্য ফরেনসিক রিপোর্ট আসলেই সব রহস্য বেরিয়ে আসবে। তবে নিহতের স্বজনদের অভিযোগ হত্যার পর লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে নিহতের স্বামী আত্মগোপনে থাকে।

এ ঘটনায় গ্রামবাসী হত্যাকারী আব্দুর রহমানের গ্রেফতার ও শাস্তির

দাবীতে ফুসে উঠে। এবিষয়ে দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়। মামলা নং ১৩। ঘটনার ২০ দিনের মাথায় সোমবার রাত ৯টার দিকে স্ত্রী হত্যার অভিযুক্ত ঘাতক রহমানকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর বলেন, আত্মহত্যা প্ররোচনার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে আত্মহত্যা প্ররোচনায় ৩০৬ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। তবে ফরেনসিক রিপোর্ট হাতে আসলে বুঝা যাবে মৃত্যুর মূল রহস্য।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে দু’জনকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় পুকুর খননের নামে ভাটায় মাটি বিক্রয়ের হিড়িক পড়েছে। এসকল মাটি নির্মিত রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করার পাশাপাশি দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। রাস্তার উপরে মাটি পড়াতে তিব্র ধুলো-বালিতে যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়ছে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে দীর্ঘদিন পর আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে। গতকাল সোমবার আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ পৃথক স্থানে বালি মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে দুজনকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলায় প্রায় ২০ টি ভাটা চলমান রয়েছে। এসকল ভাটার ইট তৈরির জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমানের বালি ও মাটি। এগুলো সামিল চাষের জমি ও পরিত্যক্ত পুকুর থেকে পূণরায় খননের নামে মাটি সংগ্রহ করে আসছে। এসকল মাটি পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে অবৈধ যানবহন।

যা গাড়ি চালকদের নেই কোন গাড়ি ও ড্রাইভিং সাইসেন্স। সরকারি বিআরটিএ অনুযায়ী ব্যবহৃত ট্রাক্টর ও স্টেয়ারিং গাড়ি গুলো কৃষি

কাজে ব্যবহৃত হবার কথা থাকলেও নির্দেশনা না মেনে দেদাচ্ছে চালাচ্ছে মেইন সড়ক গুলোতে। ওই গাড়িতে পরিবহনকৃত মাটি রাস্তার উপরে পড়ে ধুলোতে পরিণত হওয়ায় রাস্তায় যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হলেও নেই না কোন পদক্ষেপ। এছাড়াও নিকটতম ভাটা মালিকেরা প্রভাবশালী হওয়ায় হুমকির সম্মূখিন হতে হয় সাধারণ মানুষকে।

পথচারি আমজেদ হোসেন জানান, দীর্ঘদিন মুন্সিগঞ্জে এডিবি ভাটায় মাটি পরিবহন করছে সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম। মাটি পরিবহনের গাড়িতে থাকা কাঁদায় সৃষ্টি ধুলোয় মেইন সড়কে যাতায়াত করতে হয় আতঙ্কে।

এদিকে, হারদি থেকে কুমারি পর্যন্ত মেইন রাস্তা যেনো পিজের অস্তিত হারানোর পথে। রাস্তার উপরে কাদাঁ মাটি যেনো মানুষের মৃত্যু কুপে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও কুমারি গ্রামে অবস্থিত আব্দুল মজিদের ভাটায় দেদাচ্ছে পোড়ানো হচ্ছে বনজ কাঠ।

এমন সাধারণ মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুরের নির্দেশে মাঠে নামেন সহকারি কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ।

সোমবার দুপুরে বেলগাছি থেকে মাটি পরিবহন করার অপরাধে ভাটা মালিককে ৫০ হাজার টাকা ও মুন্সিগঞ্জের সেলিম চেয়ারম্যানের এডিবি ভাটায় মাটি পরিবহনের অপরাধে পাঁচকমলাপুর গ্রামের হায়দার আলির ছেলে মানিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফাঁড়ি পুলিশের এস আই মোরসেদ আলম সহ সঙ্গিয় ফোর্স।

দর্শনায় গাাঁজাসহ নারী মাদক কারবারী আটক

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযানে ১ কেজি গাঁজাসহ এক নারী মাদক

কারবারীকে আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

সোমবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে দর্শনা থানার এসআই ইকবাল আহমেদ, এএসআই আবু বক্কর সিদ্দীক, এএসআই শাহিন আলম, এএসআই নাসরীন সুলতানা সহ সঙ্গীয় ফোর্স দর্শনা থানাধীন রামনগর মোড়স্থ আব্দুল্লাহ ষ্টোরের সামনে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় ১ কেজি ভারতীয় গাঁজা সহ খাতুনকে (৪৮) আটক করা হয়। সে দর্শনা থানাধীন ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামের শহিদুল ইসলামের স্ত্রী।

তার বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দর্শনা নকল ওষুধ তৈরির কারখানা ওয়েস্ট আয়ুর্বেদিক ল্যাবরেটরিজ সিলগালা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় নকল ওষুধ উৎপাদনের অভিযোগে ওয়েস্ট আয়ুর্বেদিক ল্যাবরেটরিজের কারখানা সিলগালা করেছে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর। সেই সাথে জব্দ করা হয়েছে কারখানাটির মালামাল।

সোমবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা পৌরসভা কার্যালয়ে অবস্থিত পুরাতন ভবনের ওয়েস্ট ল্যবরেটরিজ কারখানায় অভিযান চালায় ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর।

এর আগে, ভেজাল ওষুধ উৎপাদনের অভিযোগে কারখানার মালিক গিয়াস উদ্দিনকে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে ডিএমপি গোয়েন্দা পুলিশ। পরে ওই ঘটনায় দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর।

তদন্ত কমিটির প্রধান ও ঢাকা ওষুধ প্রশাসন অধিদফতরের উপ-পরিচালক নুরুল আলম জানান, প্রায় একযুগ ধরে এই কারখানায় নকল

সাধারন মানুষ ক্রয় করে প্রতারিত হতো। এতে করে রোগী সাধারনের মানব দেহের ক্ষতি করে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করতো প্রতিষ্ঠানটি।

তবে সম্প্রতি ভেজাল ওষুধ উৎপাদনের অভিযোগে কারখানার মালিক গিয়াস উদ্দিন ও তার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপি গোয়েন্দা পুলিশ। এঘটনার পর দর্শনার এই কারখানাতে ঢাকা ডিএমপি গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ অভিযান চালিয়ে মালামাল উদ্ধারের পর বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়।

তবে ঘটনার পর নড়েচড়ে বসে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর। উক্ত ঘটনায় দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর। তারই প্রেক্ষিতে ঘটনাটি তদন্তে অভিযান নামে তারা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাই।

এদিকে ঘটনার পর থেকে ওয়েস্ট আয়ুর্বেদিক ল্যাবরেটরিজের কারখানার মালিকের ভাই মার্কেটিং ম্যানেজার আক্তার হোসেন এলাকা থেকে দিয়েছে গাঁ-ঢাকা।

তাকে আটক করে আইনের আওতায় নিলে অনেক তথ্য উদঘাটন হবে বলে এমনটা মনে করছে স্থানীয়রা। তবে এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের সকলের উপযুক্ত শাস্তির দাবী জানায় সচেতন মহল।

আলমডাঙ্গায় দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক ও হেলপার নিহত

আলমডাঙ্গায় ভুট্টা বোঝাই ট্রাক উল্টে চালক ও তার সহকারী নিহত হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন-চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের ইব্রাহিমপুর গ্রামের ওহিদুল ইসলামের ছেলে ট্রাক চালক আলামিন ও একই গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে তার সহকারী আশিক।

জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের ওহিদুল ইসলামের ছেলে ট্রাক চালক আলামিন একই এলাকার হেলপার হাফিজুর রহমানের ছেলে আশিক। সোমবার ১২ টার দিকে ইব্রাহিমপুর এলাকা থেকে ট্রাকে ভুট্টা লোড দিয়ে নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছিলো।

এসময় বিপরীত দিক থেকে আলমডাঙ্গায় আসছিলো বালি বোঝাই ড্রাম ট্রাক। দুই ট্রাক মুখোমুখি হলে ভুট্টা বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে ক্যানেলের পাশের গাছ ভেঙে উল্টে যায়। ট্রাক চালক আলামিন ও হেলপার আশিক ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত জখম হয়ে মারা যায়। চাপা পড়ে ট্রাকের নিচে।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরে শ্রীরামপুর গ্রামের কমিউনিটি ক্লিনিকের কাছে আলমডাঙ্গা-কুষ্টিয়া হাইওয়ে সড়কে নারায়ণগঞ্জগামী ভুট্টাবোঝাই একটি ট্রাক কুষ্টিয়াগামী ড্রাম ট্রাককে অতিক্রম করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা কড়ই গাছের সাথে ধাক্কা খায় ও পাশের খাদে উল্টে যায়। সাথে সাথেই ঘটনাস্থলে ট্রাকচালক আলামিন ও সহকারী আশিক হোসেন নিহত হন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও থানা পুলিশের সদস্যরা। স্থানীয়দের সহযোগীতায় দীর্ঘ সময় পর নিহত ট্রাক চালক ও হেলপারের লাশ উদ্ধার করে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহের পর পোষ্ট মর্টেম রিপোর্টের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে দুপুরেই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহত দুজনের লাশ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে প্রধান সড়কের গাছ কর্তন! অভিযোগ দিলেও

মেলেনি প্রতিকার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু টু সাধুহাটি সড়কের দখলপুর ক্রসফায়ার নামক ব্রিজ সংযুক্ত প্রধান সড়কে দিন দুপুরে একটি কড়ুই গাছ কেটে নেওয়া হলেও কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি কর্তৃপক্ষকে এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের।

সোমবার বিকেলে প্রকাশ্যে গাছ কর্তন করেন সামসুল উরফে কাটু। সামসুল উরফে কাটু উপজেলার ৪নং দৌলতপুর ইউনিয়নের দখলপুর গ্রামের ছলেমানের ছেলে ।স্থানীয়রা কর্তৃপক্ষকে জানালে প্রতিকার না পাওয়ায় গণমাধ্যমকর্মীকে অবগত করেন।

এসময় গণমাধ্যমকর্মী ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম আহাম্মেদকে মোবাইলে জানালে তিনি বলেন, গাছ রাস্তার না মালিকানার, সরকারি জমির না খাস জমির, অভিযোগ করেছে কে তার নাম বলুন তাঁকে ফোন করতে বলুন। সার্ভেয়ার এনে মাপযোকের পর বোঝা যাবে গাছ কার এমনটাই বলে কালক্ষেপন করেন। ততক্ষণে কাছ কর্তন শেষে অবাধে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে দেখা গেছে।

অথচ স্থানীয়রা বলছে, প্রধান সড়কের গাছ দেখাশুনা করার প্রয়োজন ছিলো কর্তৃপক্ষের। সেখানে ফোন করে জানানো হলেও ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো পাল্টা বলে সময়ক্ষেপন করে গাছ নিয়ে যেতে সহযোগিতা করার সামিল।

এ ব্যাপারে সামসুল ওরফে কাটু বলেন, সড়কের গাছটি অধিক বড় হওয়ায় তার জমির একাংশে ফসল হয় না। তাই তিনি গাছ কর্তন করছেন।